ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩১৮ ● কলকাতা ● ০৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ২৪ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

নিজের একাধিক প্রেম নিয়ে মুখ খুললেন দীপিকা — পৃঃ ৫

ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পরও দলকে নিয়ে গর্বিত রোহিত — পৃঃ ৬

চারের বদলা আট, বিজেপি নেতাদের জেলে ভরার হুঙ্কার মমতার

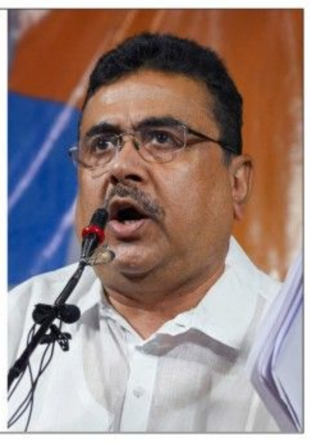

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্লোগান দিয়েছিলেন 'বদলা নয়, বদল চাই'। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা কিছুটা বদলে গেল ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে। সরাসরি 'রাজনৈতিক বদলা'র কথা ঘোষণা করে দিলেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে দলের সভা থেকে মমতা বিজেপি নেতাদের জেলে ভরারও হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলেন!শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। মমতা নির্দেশ দিয়েছেন ২৮, ২৯ এবং ৩০ নভেম্বর সব বিধায়ককে বিধানসভায় হাজির হতে হবে। তিন দিন দু'ঘণ্টা করে বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বকেয়ার দাবিতে ধর্না দিতে হবে। বুথে বুথে মিছিল করতে হবে ২ এবং ৩ ডিসেম্বর। দলনেত্রী হিসাবে মমতা দলকে এ-ও বলেছেন যে, ভোটার তালিকা সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধনের যে কাজ চলছে, তা মন দিয়ে করতে হবে। মমতার কথায়, "ভোটার লিস্ট ঠিক না হলে কিচ্ছু হবে না।" এলাকায় আরএসএস কী করছে, সে ব্যাপারেও দলকে নজর রাখতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "সবটা পুলিশ দিয়ে হবে না।

এরপর ৩ পাতায়

২১ জুলাই ব্যতিক্রম'! শাহের কর্মসূচির বিরোধিতায় যুক্তি রাজ্যের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে বছরে একটিই সভা হয়। সেটি শাসকদল তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি। তার মানে এই নয়, ওই এলাকা সভা করার জায়গা! এমন নয়, যে কেউ সেখানে সভা করতে পারবে! কলকাতা হাই কোর্টে এই যুক্তি দেখিয়েই ধর্মতলায় অমিত শাহের সভার বিরোধিতা করল রাজ্য।এ দিকে, ধর্মতলায় বিজেপির সভা নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের একক বেঞ্চেও একটি মামলার শুনানি চলছিল। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও তা মুলতুবি হয়ে যায়। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের একক বেঞ্চ বুধবারই মামলাটির শুনানি মুলতুবি রেখে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশের অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ মামলাটি শুক্রবার শুনবে বলে জানানোয়, বৃহস্পতিবার একক বেঞ্চও জানিয়ে দেয়, "শুক্রবার সকালে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি চূড়ান্ত হয়েছে। তাই আজ এই মামলার শুনানি হবে না। শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টায় পরবর্তী শুনানি।"২১ জুলাইয়ের সভাস্থলেই আগামী ২৯ নভেম্বর তাদের বিশেষ কর্মসূচি করার অনুমতি চেয়েছে বিজেপি।সেই সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহকেও আনার পরিকল্পনা আছে বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের। কিন্তু পুলিশের কাছে এ ব্যাপারে আবেদন করা হলে তারা সেই আবেদন দু'-দু'বার ফিরিয়ে দেয়। যুক্তি হিসাবে জানানো হয়, সভার জন্য জায়গাটি ফাঁকা নেই। পুলিশের ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেই হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল পদ্ম শিবির। একক বেঞ্চ তাদের সভার ছাড়পত্র দিলে তার বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। বৃহস্পতিবার সেখানেই

এরপর ৩ পাতায়

জীবনের সব থেকে বড় সমস্যার মুখোমুখি অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চোখের চিকিৎসার জন্য গত জুলাই মাসে বিমানে উড়ে বিদেশ পাড়ি দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । আমেরিকার নামী হাসপাতালে চিকিৎসা সেরে আগস্টের বাড়ি ফিরেছেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ।চোখের অপরেশনের পরে প্রতিনিয়ত চোখের যত্ন নেওয়া, চশমা পরা এসব জিনিস গুলি নেতাকে মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিতসকেরা। নেতাও সেগুলো যথাযথভাবে পালন করেছেন। এরপর 'অরবাইটাল ফ্র্যাকচার'-এর অপারেশনর পরবর্তী চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় যান অভিষেক। সব কিছু ঠিকঠাক চললেও ফের সমস্যাটা বেড়েছে। ভালোই ছিল শরীর। তবে এরই মধ্যে নতুন করে সমস্যা তৈরি হয়েছে অভিষেকের চোখে। ওদিকে গতকাল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূলের বিশেষ বৈঠক রয়েছে। উপস্থিত থাকবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকেরও সেখানে থাকার কথা রয়েছে। যদিও হঠাত চোখের সমস্যা বাড়ায় তিনি আজ বৈঠকে থাকতে পারবেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। জানা যাচ্ছে, অতিরিক্ত সময় কনট্যাক্ট লেন্স পরে থাকার কারণে নেতার চোখে রক্ত জমাট বেঁধে

এরপর ৩ পাতায়

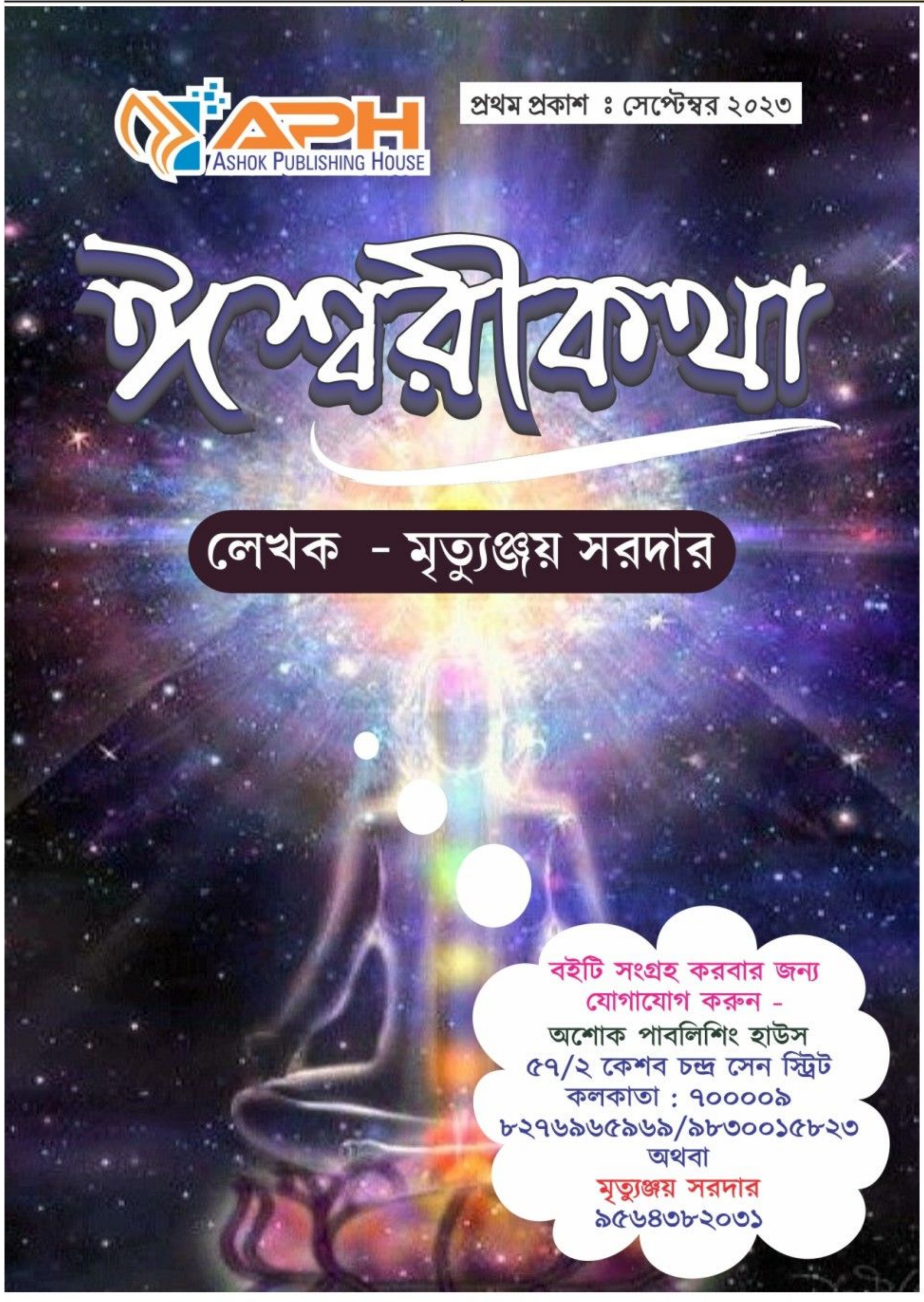

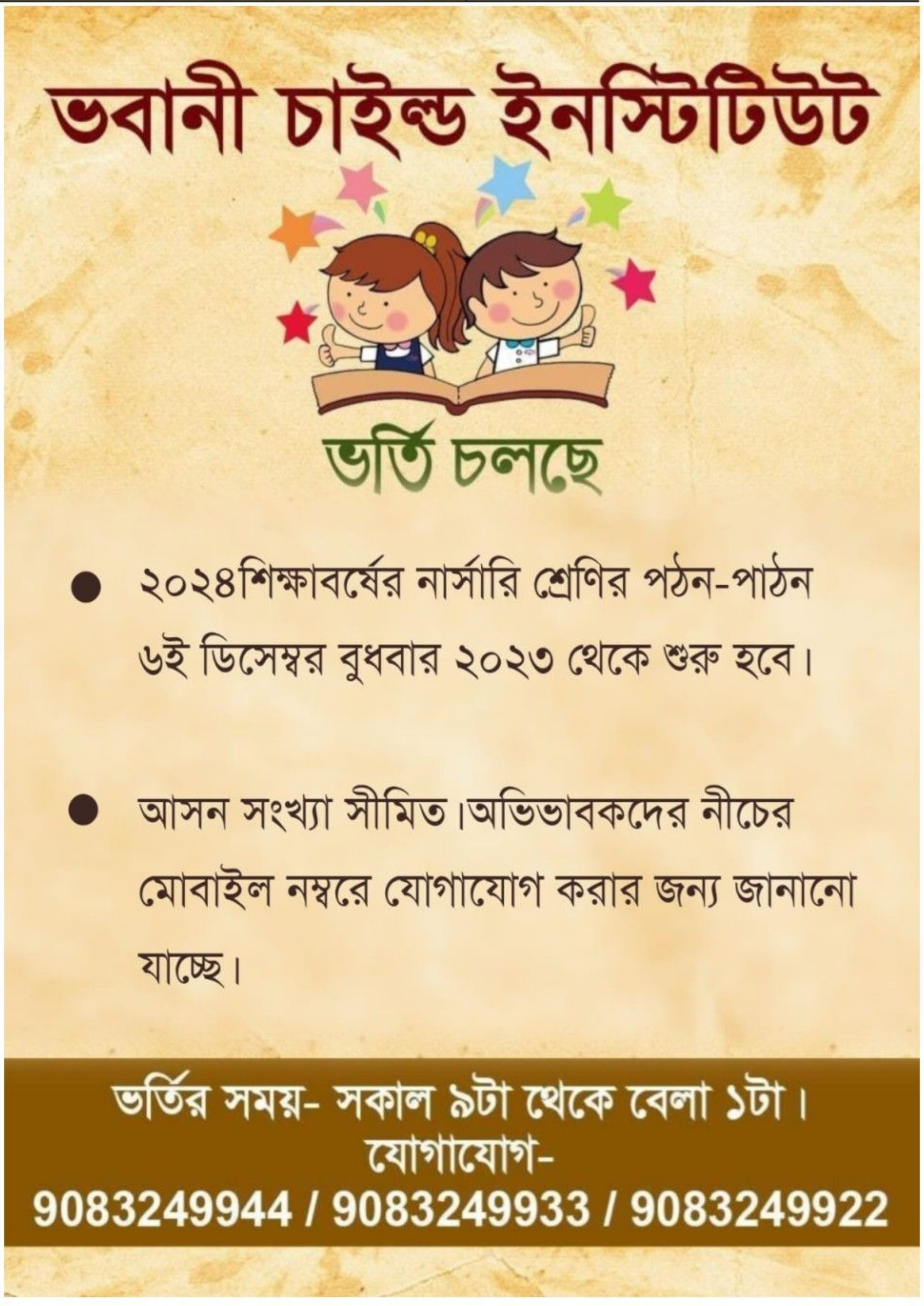

বিরাটী আবাসনে জগদ্ধাত্রী পূজা

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : জগদ্ধাত্রী পুজোয় পিছিয়ে নেই বিরাটী অবসানও। উক্ত বিরাটী আবাসনে জগদ্ধাত্রীর পূজা করা হয়।নিমতা থানা এলাকার বিরাটী আবাসনে জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করেছে দত্ত পরিবার। উপরোক্ত তথ্য প্রদান করে সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড পশ্চিমবঙ্গ ডেপুটি কমিশনার ডঃ বাবুল কুমার দত্ত বলেন যে এই পুজোর ১৫ তম বছর এবং এটি বিরাটী আবাসনের প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজো । উক্ত সময়ে উপস্থিত ছিলেন দত্ত পরিবারের উমা দত্ত, শুভাশেক দত্ত ও সুদেষ্ণা দত্ত।

পিসি-ভাইপোকে জেলে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি'! হাইকোর্টে শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাইকোর্টে শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'কেন হাইকোর্ট পাড়ায় এসেছি বলব না। পিসি ভাইপো কত তাড়াতাড়ি জেলে যায়, তার প্রস্তুতি নিচ্ছি'।চুপ করে বসে নেই বিজেপিও। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারি, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন সেটার পরিপ্রেক্ষিতে এফআইআর করব। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম যে থানার আওতায়, সেই হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআর করব। উনি রাষ্ট্রবিরোধী কথা বলছেন। এর বিরুদ্ধে ইউএপিএ হওয়া উচিত'। এরপর সন্ধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টে যান তিনি।হাতে আর মাত্র কয়েক মাস। বিশ্ববাণিজ্য সম্মেলনে শেষে এবার লোকসভা ভোটের জন্য ঝাঁপাল তৃণমূল।কীভাবে? নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম ২৪-র রণকৌশল বাতলে দিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্যত পাল্টা দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন বিজেপির বিরুদ্ধে।

মমতার প্রশ্ন, 'রাজ্যের সীমানায় গরু-কয়লা পাচারের টাকা কে খায়? কেন দায় নেবে না কেন্দ্র? দেশে কেন বাড়ছে বেকারত্ব। ব্যাঙ্কের কী হাল'? বললেন, 'দিল্লিতে ক্ষমতা আছ বলে, তাই যা ইচ্ছে, তাই করে যাচ্ছ। আমাদের চারটে বিধায়ককে জেলে ভরে রেখেছে। ভাবছে এইভাবে সংখ্যাটাকে কমিয়ে দিই। এবার থেকে আমাদেরও সিদ্ধান্ত, চুরির জন্য বদনাম দিয়ে, ওরা যদি চারজনকে আমার ৪ জনকে জেলে রাখে। আমি তাহলে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, আমার দলের পক্ষ থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে যা কেস আছে, আমি ৮ জনকে জেলে ভরব'।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

এএসসিআই অর্ধ-বার্ষিক অভিযোগ প্রতিবেদন ২০২৩ প্রকাশ করেছে; স্বাস্থ্যসেবা লঙ্ঘন তালিকার শীর্ষে রয়েছে

আগের বছরের তুলনায় প্রক্রিয়াকৃত মামলার সংখ্যা ৩৪% বৃদ্ধি পেয়েছে স্বাস্থ্যসেবা সর্বাধিক লঙ্ঘনকারী খাত হিসাবে উঠে এসেছে, যা সমস্ত প্রক্রিয়াকৃত বিজ্ঞাপনের ২১% ধারন করে, এরপরে রয়েছে ক্লাসিক্যাল শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত যত্নের প্রতিটি খাতে ১৮%

Kolkata November 22, 2023: নিউজ সারাদিন : দ্য অ্যাডভারটাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই) এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত তার অর্ধ-বার্ষিক অভিযোগ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, উদীয়মান প্রবণতা এবং বিজ্ঞাপনের মানগুলিতে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছে।

প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, প্রক্রিয়াকৃত (৪৪৯১) অভিযোগের ৩৪% বৃদ্ধি এবং প্রক্রিয়াকৃত বিজ্ঞাপনের সংখ্যা (৩৫০১) এর অনুরূপ ২৭% বৃদ্ধি পেয়েছে, এএসসিআই দায়িত্বশীল বিজ্ঞাপন এবং ভোক্তা সুরক্ষার দৃঢ় প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়।

প্রক্রিয়াকৃত ৩৫০১ বিজ্ঞাপনের মধ্যে, ৫৬৪ (১৬%) আইনের সম্ভাব্য সরাসরি লঙ্ঘন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যা আগের বছরের তুলনায় ২২% বৃদ্ধি প্রতিনিধিত্ব করে। প্রক্রিয়াকৃত মোট বিজ্ঞাপনের ৩৫% প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়নি এবং অবিলম্বে প্রত্যাহার বা সংশোধন করা হয়েছিল। আরও ৪৭% বিজ্ঞাপন এএসসিআই কোড লঙ্ঘন করেছে এবং বিজ্ঞাপনগুলি প্রত্যাহার বা সংশোধন করার সুপারিশ করা হয়েছিল। অভিযোগ এর মাত্র ২ শতাংশ খারিজ হয়ে গেছে।

প্রক্রিয়াকৃত ৩৫০১টি অভিযোগের মধ্যে, ডিজিটাল মিডিয়া ৭৯% লঙ্ঘনের প্রাথমিক উৎস হিসাবে থেকে গেছে। প্রিন্ট মিডিয়া এবং টেলিভিশনের যথাক্রমে ১৭% এবং ৩% অবদান রাখে, যেখানে অন্যান্য মাধ্যমগুলি রিপোর্ট করা লঙ্ঘনের ২% জন্য দায়ী।

ভোক্তাদের অভিযোগ মোট অভিযোগের ২১.৩% ধারন করে, যা বিজ্ঞাপনের মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য জনসম্পৃক্ততার ইঙ্গিত দেয়। ৭৫.৪% অভিযোগগুলি এএসসিআই কর্তৃক স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে শুরু হয়েছিল, যার সম্ভাব্য লঙ্ঘন গুলি চিহ্নিত করার জন্য সংস্থার সক্রিয় মনোভাব প্রদর্শন করে□

প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত কিছু মূল ফলাফল এখানে রয়েছে:

১. ডিজিটাল আধিপত্য: সমস্যাযুক্ত বিজ্ঞাপনগুলির বিশাল ৭৯% অনলাইনে পাওয়া গেছে, যা ডিজিটাল বিজ্ঞাপন জগতের চ্যালেঞ্জগুলিকে হাইলাইট করে।

২. রেগুলেটরি ভিজিল্যান্স: এএসসিআই-এর ফোকাসড মনিটরিং মেকানিজমগুলি মাধ্যমের আপত্তিকর বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ডিজিটাল নজরদারি বাড়িয়েছে□ সামগ্রিক বিজ্ঞাপনের ৯৮% প্রক্রিয়াকৃত হয়েছে যার কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন।

৩. ভলান্টারি কমপ্লায়েন্স: ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে, প্রভাবশালীরা এএসসিআইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা মোট বিজ্ঞাপনের ২২% অবদান রাখেন□। ইনফ্লুয়েন্সার গাইড লাইনের জন্য প্রক্রিয়া করা বিজ্ঞাপনগুলির ৯৯.৪% লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। এএসসিআই আগের বছরগুলির ৮৬% এর তুলনায় প্রভাবশালী ক্ষেত্রে ৯২% তার সুপারিশগুলি মেনে চলেছিল, যা এএসসিআইয়ের সিসিসি সুপারিশগুলির সাথে আরও বেশি সম্মতির ইঙ্গিত দেয়।

৪. স্পটলাইটে স্বাস্থ্যসেবা: স্বাস্থ্যসেবা সবচেয়ে লঙ্ঘনকারী খাত হিসাবে উঠে এসেছে, যা প্রক্রিয়াকৃত সমস্ত বিজ্ঞাপনের ২১% ধারন করে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গুলিতে ওষুধ এবং ওষুধের বিজ্ঞাপনের উচ্চ পরিমাণের জন্য এই বৃদ্ধিকে দায়ী করা হয়।

৫. আইনি লঙ্ঘন: এএসসিআই ড্রাগ এবং ম্যাজিক রেমেডিস আইন ১৯৫৪-এর সরাসরি লঙ্ঘন করে বিজ্ঞাপনগুলিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছে, যার ফলে বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়ে অবহিত করা হয়েছে। এএসসিআই মাত্র ছয় মাসে আয়ুষ মন্ত্রকে ৫৬৫টি বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছে, যেখানে গত অর্থবছরে ৪৬৪টি বিজ্ঞাপন উল্লেখ করা হয়েছিল।

এএসসিআই-এর সিইও এবং সেক্রেটারি জেনারেল মনীষা কাপুর বলেন,

"এএসসিআই ডিজিটাল বিজ্ঞাপন দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভোক্তাদের অনলাইন সুরক্ষার সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সমস্ত স্টেকহোল্ডারকে একত্রিত হতে হবে কারণ তারা সেখানে বেশি সময় ব্যয় করে এবং যেখানে আপত্তিকর বিজ্ঞাপনের বিস্তার রয়েছে। অনলাইন স্পেসের প্রতি আমাদের নিরন্তর নজরদারি এএসসিআই কোড লঙ্ঘন করে এমন বিজ্ঞাপন এবং ব্র্যান্ডগুলিকে ডাকতে সাহায্য করে যাতে বিজ্ঞাপনগুলি সত্য, শালীন এবং নিরাপদ হতে হবে। আমরা আশা করি যে বিভিন্ন সেক্টর লঙ্ঘনগুলি স্বীকার করবে এবং আরও দায়িত্বশীল বিজ্ঞাপনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে।"

পোড়ামা মায়ের প্রধান পুরোহিত এবং প্রেস ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকের অকাল প্রয়াণ

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : বহু আশা নিয়ে সুদূর মালদহ থেকে পোড়া মাকে পুজো দিতে এসেছিলেন জীবন সরকার, অর্জুন বিশ্বাস রা। পুজো দেওয়া আর হলো না, মা কে প্রণাম করে ফিরে যেতে হলো মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে,কারণ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আর নেই। নদীয়া জেলার নবদ্বীপের প্রাণকেন্দ্র পোড়ামা তলায় অবস্থিত পোড়ামা মায়ের মন্দির। এই পোড়া মা প্রাঙ্গণে তিনটি মন্দির অবস্থিত। পোড়ামা, মা ভবতারিনী এবং শিব মন্দির। এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মানিক লাল ভট্টাচার্য(খোকন)। তিনি দুরাগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন । মৃত্যু কালীন বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তার একমাত্র পুত্র কৌশিক ভট্টাচার্য জানান কৃষ্ণনগর একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে বৃহস্পতি বার সকাল ৬টা ৫৮মিনিট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।এই দিন দুপুরে নবদ্বীপ ১৪নং ওয়ার্ড বাদুড় তলার বাড়িতে মৃত দেহ নিয়ে আসা হয়। বাদুড় তলার বাড়িতে নবদ্বীপের প্রেসক্লাবের সকল সদস্যরা মালা এবং পুষ্প স্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তিনি মায়ের প্রধান পুরোহিত শুধু নয়, প্রেসক্লাবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার মৃত্যর খবর পাওয়া মাত্র মন্দিরের পুজো বন্ধ করে দেওয়া হয়। মন্দির প্রাঙ্গণের সমস্ত দোকান পাঠ বন্ধ করে দেওয়া হয়।পোড়া মা তলার দীর্ঘ প্রাচীন ক্লাব রয়েল সোসাইটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। মৃতদেহটি বাড়ি থেকে পোড়ামায়ের প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়। সকল ব্যবসায়ীরা, বন্ধু, সমাজের বিভিন্ন মানুষ আসেন মৃত দেহে মাল্য দান করেন।তারপর মৃতদেহ টি শ্মশান পথে যাত্রা করে।পোড়া মা প্রাঙ্গনের ফুল ব্যবসায়ী অ লোক মালাকার বলেন আমরা দীর্ঘ দিনের সাথী হারালাম। প্রতিদিন সকালে আমরা একসাথে মন্দির প্রাঙ্গনে আসতাম। এই অভাব কি ভাবে পুরান হবে জানা নেই। মানিকের বাবা কানাইলাল ভট্টাচার্য এই মন্দিরে যখন আসতো তখন থেকে মানিক এখানে আসতো। মানিক সমাজের বহু মানুষ কে উপকার করেছিল। মন্দিরে কারো সমস্যা হলে অতি সহজে সমাধান করে দিত। আমরা চিরদিনের সাথী হারালাম। মন্দির প্রাঙ্গন সহ নবদ্বীপে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বাসন্তীতে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ! বিক্ষোভ ছাত্র-ছাত্রীদের

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী : নিউজ সারাদিন : পরীক্ষায় আকৃতকার্য হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পরবর্তীতে শ্রেণীতে তুলে দেওয়া থেকে শুরু করে পড়ুয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের মতো কিছু অভিযোগ তুলে বিদ্যালয়ের মূল গেটে তালাবন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালো প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী ব্লকের রামচন্দ্রখালি নরেন্দ্র শিক্ষা নিকেতনে। পরে কিছু সহ-শিক্ষকদের আশ্বাসে প্রায় কয়েক ঘণ্টা পরে যদিও বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয় ছাত্র-ছাত্রীদের তরফ থেকে।

আর এদিনের এই বিক্ষোভ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী ও স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে যে ,এই রামচন্দ্রখালি নরেন্দ্র শিক্ষা নিকেতন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আনন্দ বক্সী একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় আকৃৎকার্য হওয়া কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের কে সকলের চক্ষু আড়ালে, সেই সব ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছ থেকে অসৎভাবে কিছু সুযোগ সুবিধা নিয়ে তাদেরকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। আর এই বিষয়টি এতো দিন যাবৎ কেউ জানতেও পারেনি। কারণ,একাদশ শ্রেণীতে আকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা আবার একাদশ শ্রেণীতে ও উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে তারা নিয়মিত ক্লাস করছিলো। কিন্তূ এখন যখন দ্বাদশ শ্রেণীর টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়েছে তখন দেখা যায় একাদশ শ্রেণীতে আকৃতকার্য হওয়ার পর যারা আর স্কুলে আসতো না তেমন কিছু ছাত্র-ছাত্রী দ্বাদশ শ্রেণীর টেস্ট পরীক্ষা দিচ্ছে । আর এই ঘটনার কথা জানতে পারেন অভিভাবকরা ও ছাত্র-ছাত্রীরা। আর তখন থেকেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমছিল। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটলো বৃহস্পতিবার। এদিন দুপুর দু-ঘটিকায় দ্বাদশ শ্রেণীর টেস্ট পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর একাদশ শ্রেণীর ছাত্র, ছাত্রী ও দ্বাদশ শ্রেণীর কিছু ছাত্র, ছাত্রী এবং ঐ স্কুলের কিছু প্রাক্তন ছাত্রদের দেখা যায় স্কুলের মূল গেটে তালা দিয়ে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে। তাদের দাবি একাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ না হয়ে এবং পর্ষদের নিয়ম অনুসারে বিদ্যালয়ে ৭৫ শতাংশ উপস্থিতির হার না থাকার পরও এই ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে দ্বাদশ শ্রেণীতে পরীক্ষা দিচ্ছে? তার জবাব প্রধান শিক্ষক কে দিতে হবে এবং তিনি কোন নিয়মে? কেন এমন কাজ করলেন? তারও উত্তর তাঁকে দিতে হবে।

তবে এই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক আনন্দ বক্সী বিদ্যালয়ে না আসার ফলে কিছু সহ-শিক্ষকের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন বিক্ষোভকারী ছাত্র, ছাত্রীরা। সহ-শিক্ষকদের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, আজ প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত তাই তাদের প্রশ্নের জবাব প্রধান শিক্ষক যে দিন বিদ্যালয়ে আসবেন সেদিন তিনি নিশ্চয় দেবেন।আর এদিন এবিষয়ে ঐ স্কুলের সহ-প্রধান শিক্ষক কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "যে ছাত্র, ছাত্রীদের বিরুদ্ধে একাদশ শ্রেণীতে আকৃতকার্য হওয়ার পরও দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে দেওয়া অভিযোগ উঠছে। তারা পরে পরীক্ষার খাতা রিভিউ করে এবং সেখানে তারা উত্তীর্ণ হয় বলে তিনি জানান। তার পর সহ-প্রধান শিক্ষক কে প্রশ্ন করা হয় যে, সে নয় হলো কিন্তূ ঐ ছাত্র, ছাত্রী দের কি অ্যাটেন্ডেন্স খাতায় নাম রয়েছে? এবং সেখানে ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি কি ঐ ছাত্র, ছাত্রীদের আছে? তখন তিনি এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে জান এবং বলেন যে, এর উত্তর আপনারা প্রধান শিক্ষকের থেকে জেনে নেবেন। আমি ঠিক জানিনা।

আর এদিনের এই বিক্ষোভ সম্পর্কে এক ছাত্রী বলেন,"আমরা আজ বিক্ষোভ দেখাবো সেই খবর প্রধান শিক্ষক আগে কোথাও থেকে হয়তো জেনে গিয়েছেন তাই তিনি আজ স্কুলে আসেন নি এবং আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না বলে আগে থেকেই স্কুলে পুলিশ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। তবে আজ আমরা বিক্ষোভ তুলে নিলেও কি হবে! প্রধান শিক্ষক যে আসবেন সেদিন কিন্তূ আমরা আবার বিক্ষোভ দেখাবো আর সেদিন কিন্তূ আমাদের প্রশ্নের সমস্ত উত্তর ওঁনাকে দিতে হবে"।

নেশামুক্ত ভারত অভিযান (এনএমবিএ) সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তর এবং কৃষ্ণ ধর্মাবলম্বীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ইস্কনের মধ্যে মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত

নতুন দিল্লি, ২৩ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তর আজ নতুন দিল্লিতে নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের জন্য কৃষ্ণ ধর্মাবলম্বীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ইস্কনের মধ্যে মউ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী ডঃ বীরেন্দর কুমার এবং দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকরা ও ইস্কনের বর্ষীয়ান সদস্যরা। অনুষ্ঠানে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী ডঃ বীরেন্দর কুমার বলেন, এনএমবিএ-র আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি চালাতে ধর্মীয় সংগঠনগুলির সংযোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতকে নেশা মুক্ত করতে এই ধরনের সংস্থার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, ইস্কনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এই মউ চুক্তি যুবা, মহিলা ও পড়ুয়াদের মধ্যে এনএমবিএ-র বার্তা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে। ডঃ বীরেন্দর কমার ইস্কন কর্তৃপক্ষকে তাদের সব বৈঠক ও সমাবেশে এনএমবিএ-র প্রচার চালানোর কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, ৫৫০টিরও বেশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে মন্ত্রক সারা বিশ্বে বিভিন্ন কর্মসূচি চালাচ্ছে। যাতে করে জনগণকে নেশার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করা যায় এবং নেশাগ্রস্তদের যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয়। মন্ত্রী আরও জানান, নব চেতনা মডিউল চালু করা হয়েছে। যার সাহায্যে ভারতের স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর কাজ চলছে। ১২টি আঞ্চলিক ভাষায় নব চেতনার প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু অনুবাদ করা হয়েছে। দীক্ষা পোর্টালেও এটি আপলোড করা হয়েছে। এক বছরের মধ্যে এই নব চেতনা মডিউল দেশের ৩০০টি জেলার ৩০ হাজার বিদ্যালয়ের ১০ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ২ কোটি ৪০ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়াকে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে শ্রী বীরেন্দর কুমার জানান। তিনি বলেন, নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের যাত্রাপথে এই মডিউল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বর্তমানে দেশের সব

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

২১ জুলাই ব্যতিক্রম'!
শাহের কর্মসূচির বিরোধিতায় যুক্তি রাজ্যের

রাজ্যের আইনজীবী কিশোর দত্ত বলেন, "আগামী ২৯ নভেম্বর ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করতে চায় বিজেপি। ওই জায়গাটি কোনও কর্মসূচির জন্য নয়। শুধুমাত্র একটি কর্মসূচি করা হয়। গত ৩০ বছর ধরে তা-ই হয়ে আসছে।''উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই ততকালীন পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন এক মিছিলের উপর গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে। সেই গুলিতে মৃত্যু হয় ১৩ জনের। এর পরে ১৯৯৮ সালে মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল গঠনের পর থেকেই ওই ১৩ শহিদকে স্মরণ করে প্রতি বছর ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালন করে তৃণমূল। কিন্তু আদালতে রাজ্যের আইনজীবীর এই যুক্তি শুনে পাল্টা বিজেপি জানতে চায়, সভাস্থল না হওয়া সত্ত্বেও যদি রাজ্যের শাসকদল সেখানে রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে পারে তবে তারা পারবে না কেন? বিজেপির আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেন, "শাসকদল যেমন রাজনৈতিক কর্মসূচি করে। বিজেপিও তেমন করতে চায়। তা হলে অসুবিধার কী রয়েছে?"রাজ্যের এই যুক্তি শুনে এবং পাল্টা বিজেপির দাবি শোনার পর প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, আপাতত বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি হচ্ছে না। তবে শুক্রবার প্রথমেই ওই মামলাটির শুনানি হবে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে। আগামী ২৮ নভেম্বর বিজেপির কর্মসূচির আগের দিন এই মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা ছিল। বুধবার সিঙ্গল বেঞ্চ তা নিয়ে এমনিতেই প্রশ্ন তুলেছিল। বৃহস্পতিবার রাজ্য এবং বিজেপি, দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর প্রধান বিচারপতি মামলাটির শুনানি এগিয়ে আনেন। ফলে বিজেপির সভার চার দিন আগেই সভা নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যেতে পারে হাই কোর্টে।

১-ম পাতার পর

জীবনের সব থেকে বড় সমস্যার মুখোমুখি অভিষেক

গিয়েছে। যার দরুন সমস্যা বাড়ছে। চিকিতসকদের পরামর্শ মেনে এখন নেতার বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। এদিকে অভিষেকের অসুস্থতার কথা শুনে বুধবার বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন শেষ হতেই অভিষেককে দেখতে তার বাড়িতে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ঠিক কী হয়েছিল নেতার চোখে প্রসঙ্গত ২০১৬ সালে সিঙ্গুর দুর্ঘটনায় বা চোখের নীচের হাড় ভেঙে যায় অভিষেকের। এর পর দুবাই, সিঙ্গাপুর, হায়দরাবাদ ও কলকাতা মিলিয়ে মোট ৬ বার চোখে অপারেশন তৃণমূল নেতার। তবে এত চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার সত্ত্বেও ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল পরিস্থিতি। অভিষেকের বাঁ চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে আসছিল। এরপর বাধ্য হয়ে আমেরিকায় যান নেতা। সুপ্রিম কোর্টের পারমিশন নিয়েই আমেরিকা গিয়েছিলেন অভিষেক।

আমেরিকায় নিউইয়র্ক শহরের কিছুটা দূরে বাল্টিমোর শহর। সেই শহরের বিখ্যাত জনস হপকিন্স হাসপাতালের উইলমার আই ইনস্টিটিউটে গত অক্টোবরে অপারেশন হয় অভিষেকের। টানা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলে চোখের অপারেশন। এরপর সেখানের অন্যতম আই সার্জন ডেভিড গাইটন নেতার চোখ পরীক্ষা করেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বা চোখের 'অরবাইটাল ফ্যাকচার' এর চিকিৎসা করেছেন বিশিষ্ট আই সার্জেন নিকোলাস মেহনি। অন্যদিকে যেভাবে ক্রমেই নেতার দৃষ্টি শক্তি কমে আসছিল সেই জায়গা থেকে চোখের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক করার কঠিন কাজটি করেছেন আই সার্জন গাইটন।

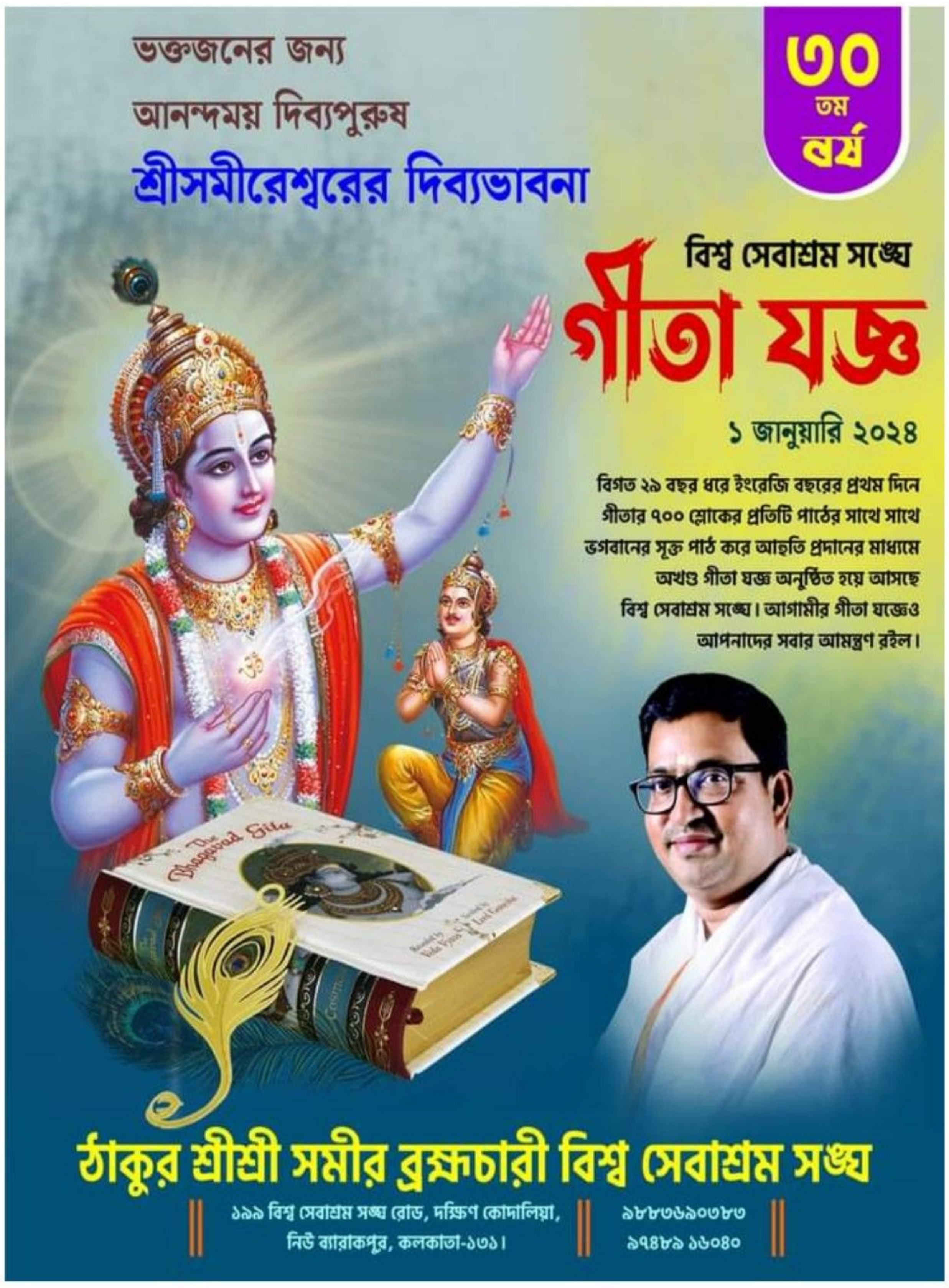

২ পাতার পর

নেশামুক্ত ভারত অভিযান (এনএমবিএ) সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তর এবং কৃষ্ণ ধর্মাবলম্বীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ইস্কনের মধ্যে মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত

জেলাতেই এই উচ্চাকাঙ্খী নেশা মুক্ত ভারত অভিযান কার্যকর রয়েছে। এর লক্ষ্য উচচশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয় চত্ত্বরে পড়ুয়াদের মধ্যে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো। এখনও পর্যন্ত ১০ কোটি ৭১ লক্ষের বেশি মানুষ এই নেশামুক্ত ভারত প্রচারাভিযানে অংশ নিয়েছেন। যার মধ্যে ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ যুবক, ২ কোটি ২৬ লক্ষের বেশি মহিলা রয়েছেন। ৩ লক্ষ ২৭ হাজারের বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এই অভিযানে অংশ নিয়েছে। নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের সাফল্য ক) এখনও পর্যন্ত ১০ কোটি ৭১ লক্ষের বেশি মানুষ এই অভিযানে অংশ নিয়েছেন। খ) এই অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ৮ হাজার বিশেষ স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। গ) ৩ কোটি ৩৭ লক্ষের বেশি যুবক সরাসরি এই অভিযানে অংশ নিয়েছেন। ঘ) ২ কোটি ২৬ লক্ষের বেশি মহিলা এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অঙ্গনওয়াড়ি, আশাকর্মী, মহিলমন্ডল ও মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা রয়েছেন। ঙ) এই অভিযান সম্পর্কে বার্তা ছড়িয়ে দিতে প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহার করা হচ্ছে। ফেসবুক, ট্যুইটার, ইনস্টাগ্রামে প্রতিদিন প্রচার চলছে। চ) অ্যান্ড্রয়েড ভিত্তিক একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশনও তৈরি করা হয়েছে। গুগল প্লেস্টোরে তা পাওয়া যাচ্ছে। এই অ্যাপের সাহায্যে এই প্রচারাভিযানের যথাযথ তথ্য মিলছে। ছ) জনগণের সুবিধার্থে নেশা থেকে মুক্ত লাভের জন্য সবরকম সুবিধা চালু করা হয়েছে।

১-ম পাতার পর

চারের বদলা আট, বিজেপি নেতাদের জেলে ভরার হুঙ্কার মমতার

আপনাদেরও নজর রাখতে হবে। দরকারে ক্লাব, সামাজিক সংগঠনগুলিকেও যুক্ত করতে হবে।"ঘটনাচক্রে, মমতা যখন ওই হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, তখন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ছিলেন জয়নগরের দলুয়াখাকি গ্রামে। সেখানেই তিনি বলেন, ওই বক্তব্যের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর নামে এফআইআর করবেন।

নেতাজি ইন্ডোরে দলীয় সভায় মমতা বলেন, "ওরা আমাদের চার জন এমএলএ-কে জেলে ভরে রেখেছে। এই ভাবে আমাদের সংখ্যা কমিয়ে দিতে চাইছে। চুরির বদনাম দিয়ে ওরা যদি আমাদের চার জনকে জেলে ভরে রাখে, তা হলে আমরাও দলের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, ওদের আট জনকে জেলে ভরব।" কাদের জেলে ভরবেন, তা-ও বলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তিনি বলেন, "ওদের যাদের নামে চুরি, খুন বা অন্য মামলা রয়েছে, তাদের জেলে ভরব!" মমতা আরও বলেন, "এ বার বদলা নিতে হবে। রাজনৈতিক ভাবে বদলা নিতে হবে। বুথে বুথে ওদের হারিয়ে ব্যাগে ভরে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে।''মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি সম্পর্কে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু বলেন, "এই কথার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর হওয়া উচিত। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম পড়ে হেয়ার স্ট্রিট থানা এলাকায়। আমি সেখানে গিয়ে মমতার বিরুদ্ধে এফআইআর করব।"

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় (বালু) মল্লিক, জীবনকৃষ্ণ সাহা এবং মানিক ভট্টাচার্য এই মুহূর্তে নিয়োগ দুর্নীতি এবং রেশন দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার হয়ে জেলে রয়েছেন। গরু পাচার মামলায় তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছেন তৃণমূলের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডলও। বৃহস্পতিবার মমতা বলেন, "কেষ্ট জেলে, পার্থ জেলে, মানিক জেলে, বালু জেলে। এটাই চলবে? যখন আপনারা (বিজেপি) আগামী দিন চেয়ারে থাকবেন না, তখন কোথায় থাকবেন, সেলে না কোলে?" পাশাপাশিই তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাস করি না বালুরা চোর!''লোকসভা ভোটের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দলের সর্ব স্তরের নেতৃত্বকে নিয়ে সভা করেন মমতা। চোখে সংক্রমণের জন্য সশরীরে সভায় উপস্থিত ছিলেন না দলের 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সভার শুরুতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হয়ে দলের নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানান। ওই সভা থেকে দলকে একগুচ্ছ কর্মসূচি দিয়েছেন মমতা। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন, ডিসেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে বকেয়া টাকার দাবিতে ফের দিল্লি অভিযান করবে তৃণমূল। মমতা বলেন, ''সংসদে যখন অধিবেশন চলবে, ডিসেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে আবার দিল্লি যেতে হবে। আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চাইব। দিলে ভাল। না হলে রাস্তাই আমাদের রাস্তা হবে। দেখি কত মারতে পারে! অনেক মার খেয়েছি সিপিএমের হাতে। আর মারলে আমাদের জেদটা বেড়ে যায়।"

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩১৮ সংখ্যা ২৪ নভেম্বর, ২০২৩ শুক্রবার ০৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

কর্মিসভা থেকে আর এস এসকে বড় বার্তা দিলেন মমতা

নেতাজি ইন্ডোরের কর্মিসভা থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন,' আমার চোখ-কান একটু বেশি চলে। ছট পুজোর দিন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমি ঘাটে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি আরএসএস ক্যাম্প করে বসে রয়েছে।প্রসঙ্গত, এবার ও মমতার মুখে ইডি- সিবিআইকে আক্রমণ করতেও শোনা যায়। তৃণমূল নেত্রী বলেছেন ,'দিল্লিতে ক্ষমতা রয়েছে বলে ইডি-সিবিআইকে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যা করানো হচ্ছে পরবর্তীতে এই কেন্দ্রীয় সংস্থা তোমাদের সঙ্গে একই কাজ করবে ।'আপনি ধর্ম করুন, আমার কোনও আপত্তি নেই। একটা অনুরোধ, যে দু'জন লোক ভারতের সব থেকে বেশি ক্ষতি করেছে, দয়া করে তাঁদের সমর্থন করবেন না। আপনারা অনেক সময় অনেককে সমর্থন করেছেন। আপনাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু এই দুটো লোককে আর সমর্থন করবেন না।'

পাশাপাশি নাম না করেই 'দুটো লোক' বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কথাই মমতা বলতে চেয়েছেন বলে মত রাজনৈতিক মহলের। এছাড়াও দলীয় সভা থেকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়েও সরব হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। এই প্রসঙ্গেই মমতা বলেন, 'সব কিছুতেই বাবুদের ছবি লাগাতে হবে। জমিদারদের মতো আচরণ করছে। বাবুদের ছবি না লাগালে টাকা দেওয়া হবে না বলছে। আমি বলে দিয়েছি, তোমাদের টাকা দেওয়ার কোনও দরকার নেই। আর তো তিন মাস এই সরকারের আয়ু, তারপরই নির্বাচন ঘোষণা হলে এই সরকারের বিদায় হবে।'

হুগলীর রিষরায় জগদ্ধাত্রী পুজোর প্যান্ডেলে স্বপন দত্ত বাউলের ডেঙ্গু সচেতন

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন : ডেঙ্গু কিন্তূ এখুনো যায় নাই। চারিদিকেই ডেঙ্গু আক্রান্তর খবর প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং একটু ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দু একবার মশা মারার ধোঁয়া দিয়ে রাস্তা ঘাট ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার না করেই অনেকেই বলে বেড়াচ্ছেন ডেঙ্গু বিজয় করে ফেলেছি। সেটা একেবারেই ভুল। ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছে অনেকেই খবরে দেখা যাচ্ছে। হুগলী জেলায় রিষরায় জগদ্ধাত্রী পুজোর প্যান্ডেলে গিয়ে স্বপন দত্ত বাউল মশার কামড় খাচ্ছেন আর আগত দর্শকরাও মশার কামড় খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন দেখে স্বপন দত্ত বাউলের সমাজ সচেতন এর মণ আর থেমে রইলো না । স্বপন বাউল রাষ্ট্রপতির উপহার দেওয়া একতারা বাজিয়েই দর্শকদের মাঝে ডেঙ্গু সচেতন করে ডেঙ্গু মশার হাত থেকে যাতে মানুষ রক্ষা পায় গানে গানে বললেন । এবারে পৌরসভা কে রাস্তা ঘাট ও ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার করতে বললেন মশা মারার কীটনাশক তেল স্প্রে করতে এবং মশা মারার ধোঁয়া দিয়ে মশা তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে বললেন। এবং আগত দর্শকদের বললেন দিনে রাতে শোবার সময় সকলেই মশারী টাঙিয়ে শোবেন। ও কোথাও জল জমাবেন না জনগণ ও পৌরসভা সাস্থ্য দপ্তর সকলেই একযোগে সচেতন না হলে ডেঙ্গু বিজয় কখনোই হবে না । ডেঙ্গু মশার বংশ ধ্বংস হবে না। জগদ্ধাত্রী পুজো প্যান্ডেলে এসে নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন এর শিল্পী স্বপন দত্ত বাউলের বাউল গানে ডেঙ্গু সচেতন দেখে সকলেই বললেন এটা একটা একক প্রচেষ্টায় নিঃস্বার্থ ভাবে মহতী উদ্যোগ মহতী প্রচেষ্টা।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন প্রতাপরুদ্র। গোদাবরীর দক্ষিণে সমস্ত রাজ্য তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। এইভাবে ওড়িশার রাজনৈতিক মর্যাদা হ্রাসের পিছনে চৈতন্য বা তাঁর ধর্ম কতটা দায়ী অথবা আদৌ দায়ী কিনা তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ওড়িয়া জাতির সামরিক দক্ষতা হ্রাসের জন্য চৈতন্য প্রচারিত ধর্ম ওই ধর্মের প্রতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুরাগকে দায়ী করেছেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ঘুমিয়ে গেটম্যান! ট্রেন চালকের তৎপরতায়

বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

নিজস্ব সংবাদাতা, হাওড়া: নিউজ সারাদিন : লোকাল ট্রেন চালকের তৎপরতায় অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া আমতা শাখার বড়গাছিয়ায়।লাইনের উপর দাঁড়িয়ে ট্রেন,সামনে দিয়ে চলাচল করছেন সকলে!কারণ রেলগেটই পড়েনি!রেল গেট খুলে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছেন গেটম্যান।শেষে ট্রেন থেকে নেমে এসে গেটম্যানকে তুললেন লোকাল ট্রেন চালক!ঘটনাটি বুধবার রাতে আমতা থেকে হাওড়া আসার ট্রেন বড়গাছিয়া স্টেশনে ঢোকার মুখেই জগৎবল্লভপুর বড়গাছিয়া রোডের ওপর লেভেল ক্রসিং খোলা থাকায় সাধারণ মানুষ যাতায়াত করছিলেন। সেই সময় চলে আসে লোকাল ট্রেন। কিন্তু রেল গেটের গেট আর পড়েনি। লোকাল ট্রেনের চালকের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত রক্ষা পাওয়া যায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরেও গেটম্যানকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।আচমকা এই ঘটনার স্বাভাবিক ভাবে আতঙ্কও ছড়ায়!ট্রেন চালকের সতর্কতার জন্যই বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে।

গোয়ায় ৫৪ তম আন্তর্জাতিক

চলচ্চিত্র উৎসবের মাঝে আজ দেখানো হবে তুরস্কের ছবি “অ্যাবাউট ড্রাই গ্রাসেস”

গোয়া, ২৩ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : গোয়ায় ৫৪ তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মাঝে আজ তুরস্কের নামজাদা চিত্র পরিচালক নুরি বিলজে সেলনের “অ্যাবাউট ড্রাই গ্রাসেস” দেখানো হবে। মনমুগ্ধকর গল্প, অসাধারণ অভিনয়ে এই ছবি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। সাম্প্রতিক ২০২৩-র কান চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর খেতাব জিতেছে এই ছবি। কান চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৩, টরেন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৩, কার্লোভি ভেরি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৩, বুশন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৩ এবং সাও পালো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৩ সহ বিশ্ব জুড়ে মর্যাদাপূর্ণ নানা চলচিচত্র উৎসবে ইতিমধ্যেই “অ্যাবাউট ড্রাই গ্রাসেস” স্বীকৃতি পেয়েছে। এই ছবির টান টান গল্প দর্শকদের এক সূত্রে গেঁথেছে এবং চলচ্চিত্রের আঙিনায় তাকে আলাদা জায়গা করে দিয়েছে।

পানাজিতে আগামীকাল বিকেল সাড়ে ৫ টায় আইনক্স স্ক্রিন-১-এ “অ্যাবাউট ড্রাই গ্রাসেস” দেখানো হবে। প্রদর্শনীর সময় এই চলচ্চিত্রের কলাকুশলীদের সম্মান জানানো হবে। সামান্য কথায় এই ছবির গল্প এক তরুণ শিক্ষকের আকাঙ্খাকে ঘিরে এই ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে। সেই শিক্ষকের মনে গতানুগতিক বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের শেষে ছোট গ্রামের চৌহদ্দি পেরিয়ে যাওয়ার এক তীব্র যাতনা ভিড় করে। আপাত নিরাশাজনক জীবনে হতাশার মুখোমুখি হয়ে গল্পের নায়কের জীবনে এক মোড় আসে। নুরি নামে বন্ধুবৎসল সহকর্মীর সাহায্যে তার জীবনের এক আকস্মিক পরিবর্তন গল্পকে অনন্য মাত্রা দেয়।

পরিচালক নুরি বিলজে সেলন

১৯৫৯ সালে ইস্তানবুলে নুরি বিলজে সেলনের জন্ম। তিনি দেশের প্রথম সারির চলচ্চিত্র পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৯৫ সালে কোজা নামে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিতে তাঁর হাতে খড়ি। কান চলচ্চিত্র উৎসবে তা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে ছিল। পরবর্তীকালে তার ছবি কাসাবা ১৯৯৮-এ বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে ক্যালিগ্যারি পুরস্কার জেতে। ২০০৩-এ তাঁর ছবি উজাক(ডিসট্যান্ট) কান-এ গ্র্যান্ড প্রিকস এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতার খেতাব জেতে। এছাড়াও তাঁর ছবি উইন্টার স্লিপ ২০১৪ সালে ৬৭ তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে পালমে ডি'অর খেতাব জেতে। তুরস্কের পক্ষ থেকে “অ্যাবাউট ড্রাই গ্রাসেস” সহ সেলানের ৬ টি ছবি শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক কাহিনী চিত্র হিসেবে অ্যাকাডেমি পুরস্কারে মনোনয়নের জন্য জমা পড়েছে।

নিউ ব্যারাকপুরের বড়বাবু আমন্ত্রণে এক সামাজিক অনুষ্ঠানে শ্রীসমীরেশ্বর, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ তনয় চ্যাটার্জী, বড়বাবু বিজয় ঘোষ ।

প্রধানমন্ত্রী ব্যাঙ্ককে প্যারা- এশিয়ান

তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় চমকপ্রদ কৃতিত্বের জন্য ভারতীয় প্যারা- তিরন্দাজি দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ব্যাঙ্ককে প্যারা- এশিয়ান তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় এযাবৎ সেরা কৃতিত্বের জন্য ভারতীয় প্যারা-তিরন্দাজি দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন :

“ব্যাঙ্ককে প্যারা-এশিয়ান তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় ঐতিহাসিক সাফল্য! ভারতীয় প্যারা-তিরন্দাজি দল অভূতপূর্ব চমকপ্রদ কৃতিত্ব দেখিয়ে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখানোয় অভিনন্দন! চারটি সোনা সহ মোট নয়টি পদক নিয়ে প্রতিযোগিতায় এযাবৎ সেরা প্রদর্শন করে ভারতীয় দল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

প্রত্যেক অ্যাথলিটকে তাঁদের অবদানের জন্য জানাই অভিনন্দন। এইভাবেই তাঁরা যেন আমাদের সব সময় গর্বিত করেন।”

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত ষোড়শ

বিশ্ব উশু প্রতিযোগিতায় পদক জয় করায় রোশিবীনা দেবী, কুশল কুমার এবং চাভি-কে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নতুন দিল্লি, ২৩ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত ষোড়শ বিশ্ব উশু প্রতিযোগিতায় পদক জয় করায় রোশিবীনা দেবী, কুশল কুমার এবং চাভি-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন: “সম্প্রতি ষোড়শ বিশ্ব উশু প্রতিযোগিতায় পদক জয় করায় রোশিবীনা দেবী, কুশল কুমার এবং চাভি-কে আমি অভিনন্দনর জানাই। তাঁদের দক্ষতা ও নিষ্ঠা দেশকে গর্বিত করেছে। আমি বিশ্বাস করি যে ভারতে উশুকে তাঁরা আরও জনপ্রিয় করে তুলবেন এবং ভবিষ্যতে অনেক সাফল্য অর্জন করবেন। তাঁদের পরবর্তী জীবনের জন্য রইলো আমার শুভেচ্ছা।”

প্লাস্টিক চাল গ্রাম বাংলার

অসাধুচক্রের হাত ধরে দোকানে পৌঁছাচ্ছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েকদিন ধরে এমন গুঞ্জন উঠেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়; দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশসহ বেশ কিছু রাজ্যে ঝড়গতিতে প্লাস্টিকের চাল বিক্রির খবর ছড়াচ্ছে, এটা যে সত্যি তা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই। প্লাস্টিকের চালের ভাত একদম সত্যিকারে ভাতের মতন দেখলেও বোঝা যায় না, তবে সহজ উপায় ভাত রান্না করে ভাত গুলো রুটি করে গোল গোল গোল গোল করলেই বলের মত হয়ে যাচ্ছে এবং সেই বলটাকে যখন উপর থেকে নিচে ফেলছে প্লাস্টিকের বল যেভাবে ডব খায় ঠিক সেভাবে ডব খাচ্ছে, অন্যদিকে সত্যিকারে চালের ভাত এইরকম হচ্ছে না ।এদিকে কলকাতার সহ জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম গুলোতে মিনিকেট চালের বস্তাগুলো বেশিরভাগ এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর হাত ধরে প্লাস্টিকের চাল বিক্রি হচ্ছে। কয়েকটি বাজারে একইভাবে প্লাস্টিকের চালের অভিযোগ উঠতে শুরু করে। যা নিয়ে রাজ্য সরকারের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ এখন অতি-সক্রিয় আছে কিনা তা আমাদের অনেকে জানানেই। যদিও এখন পর্যন্ত প্লাস্টিকের ডিমের মতো প্লাস্টিকের চালের অভিযোগের বাস্তব ভিত্তি খুঁজছে সংশ্লিষ্টরা। পশ্চিমবঙ্গের বহু নাগরিক প্লাস্টিক চালের বন্ধের আবেদনও জানিয়েছে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে। তবেপ্লাস্টিকের চাল' শব্দটি সর্বপ্রথম সীমিত আকারে সামনে আসে ২০১০ সালে। চীনের 'উচ্যাং' নামে একটি ব্র্যান্ডের সুগন্ধি চালের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসার পর প্লাস্টিকের চালের বিষয়টি সামনে আসে। ওই ব্র্যান্ডের চাল সেদেশে বিখ্যাত ছিল, কারণ এতে মেশানো হতো এক ধরনের কৃত্রিম ফ্লেভার। যে কারণে রান্নার পর ভাতে এক ধরনের সুগন্ধ থাকতো। সাধারণ চালের মধ্যে ফ্লেভার মিশিয়ে বাজারজাত করায় এই চালের বিরুদ্ধে 'নকল চাল' বাজারজাত করার অভিযোগ ওঠে। এছাড়া, নকল চাল (প্লাস্টিকের চাল) এর বস্তার মধ্যে উচ্যাং এর সুগন্ধি মিশিয়ে প্লাস্টিকের চাল বাজারজাত করার গুজবও শুরু হয় তখন।

এরপর ২০১১ সালে কোরিয়ান টাইমস পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়, অসাধু ব্যবসায়ীরা চীনের তাইজুয়ান, শানজি প্রদেশে নকল চাল বিক্রি করছে। ওই চাল আলু, মিষ্টি আলু ও প্লাস্টিক মিশিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বলেও প্রতিবেদনটিতে অভিযোগ করা হয়। বলাবাহুল্য, এর সপক্ষে কোনো জোরালো প্রমাণ দেখাতে পারেনি ওই প্রতিবেদনে।

২০১৬ সালে নাইজেরিয়ার কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আড়াই টন চাল আটক করে এবং শুরুতে দাবি করে যে এসব আসলে প্লাস্টিকের চাল। কিন্তু পরে তারা সেই দাবি যে ভুল ছিল তা স্বীকার করে। নাইজেরিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, প্লাস্টিকের চালের কোন প্রমাণ তারা পাননি।

'ফ্রান্স টুয়েন্টি ফোর' চ্যানেলের একজন সাংবাদিক আলেক্সান্দ্রে ক্যাপরন এই প্লাস্টিকের চালের মিথ্যে গল্পের পেছনের কাহিনি অনুসন্ধান করেছেন । তিনি বলছেন, আমদানি করা চাল যাতে লোকে না কেনে, এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত চাল কেনে, সেজন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই গুজব ছড়ানো হয়েছিল ।

কিন্তু গুজব ছড়াতে যারা উন্মুখ, তারা ততদিনে যা করার করে ফেলেছে।

তবে আফ্রিকার কোন কোন দেশে এই গুজব এতটাই ব্যাপক প্রচার পেয়েছে যে সরকারগুলো কথিত প্লাস্টিকের চাল বলে যে কিছু নেই

সিনেমার খবর

নিজের একাধিক প্রেম নিয়ে মুখ খুললেন দীপিকা

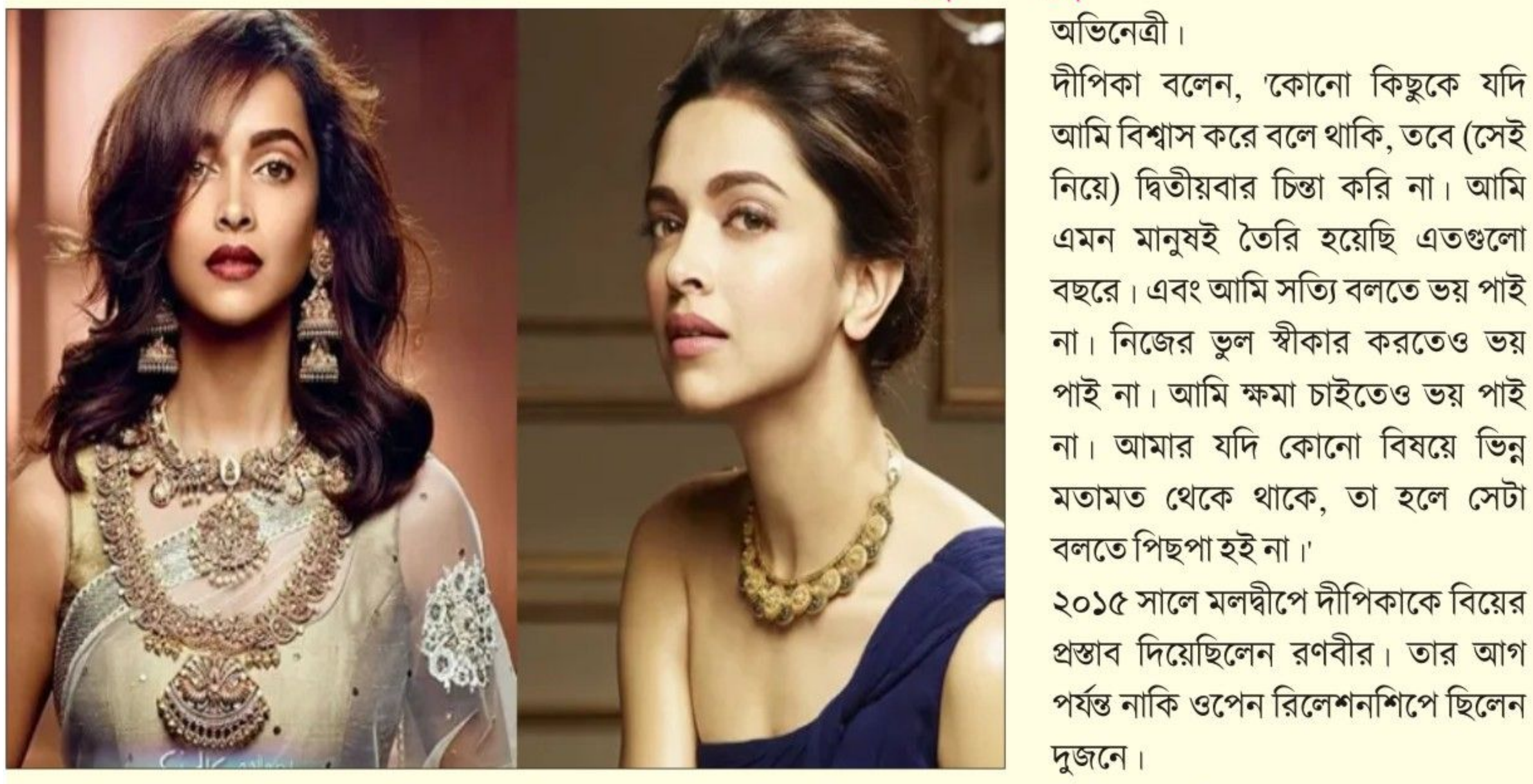

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চার শেষ নেই। রণবীর কাপুরের সঙ্গে তার প্রেম, ব্রেকআপ একটা সময় ছিল মিডিয়ার মুখরোচক খবর। পরে একাধিক তারকা ক্রিকেটারর সঙ্গে নাম জড়িয়েছে দীপিকার। অবশেষে রণবীর সিংকে বিয়ে করেন এই অভিনেত্রী।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা এ নিয়ে কিছু কথা বলেছেন।

তিনি বলেন, রণবীরের সঙ্গে ডেট করার সময়ও অন্য পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন তিনি। শুরুতে তাদের সম্পর্কে কমিটমেন্ট ছিল না। সেই মন্তব্য নিয়ে রোষের মুখে পড়েছিলেন দীপিকা। এই বিতর্ক নিয়ে প্রথমবার মুখ খুললেন অভিনেত্রী।

দীপিকা বলেন, 'কোনো কিছুকে যদি আমি বিশ্বাস করে বলে থাকি, তবে (সেই নিয়ে) দ্বিতীয়বার চিন্তা করি না। আমি এমন মানুষই তৈরি হয়েছি এতগুলো বছরে। এবং আমি সত্যি বলতে ভয় পাই না। নিজের ভুল স্বীকার করতেও ভয় পাই না। আমি ক্ষমা চাইতেও ভয় পাই না। আমার যদি কোনো বিষয়ে ভিন্ন মতামত থেকে থাকে, তা হলে সেটা বলতে পিছপা হই না।'

২০১৫ সালে মলদ্বীপে দীপিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন রণবীর। তার আগ পর্যন্ত নাকি ওপেন রিলেশনশিপে ছিলেন দুজনে।

দীপিকার ঝুলিতে এখন একের পর এক সিনেমা। তাকে আগামী দিনে দেখা যাবে 'ফাইটার', 'কল্কি ২৯৯৮ এডি', 'সিংহাম থ্রি' ছবিতে। রণবীরের আছে 'ডন থ্রি'র মতো ছবি। এ ছবির শুটিং শিগগিরই শুরু হবে। এ ছাড়া 'সিংহাম'-এও এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে তাকে দেখা যাবে। এর পর শুরু করবেন আদিত্য চোপড়ার নাম ঠিক না হওয়া সিনেমা।

বিকৃত সুরে গাওয়া 'কারার ঐ লৌহ কপাট' অনলাইন থেকে সরাতে আইনি নোটিশ

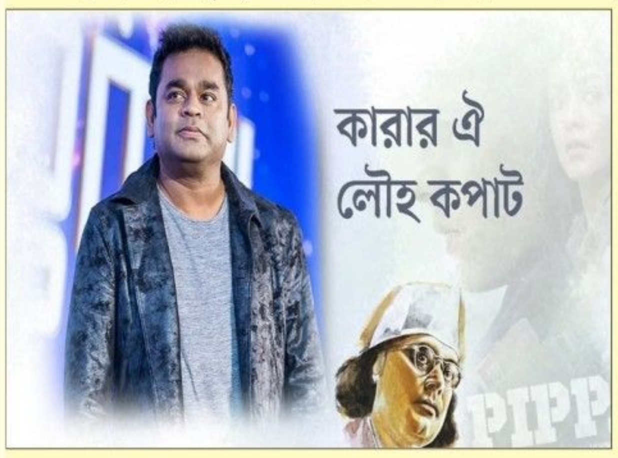

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানের বিকৃতি করায় সপ্তাহ খানেক ধরেই খবরের শিরোনামে রয়েছেন গায়ক এ আর রহমান। গানের সুর পরিবর্তন করায় সমালোচনা হচ্ছে তাকে নিয়ে। ইতোমধ্যে বিষয়টি নিয়ে সিনেমাটির নির্মাতারা ক্ষমা চাইলেও সেটা প্রত্যাখ্যান করেন কবি নজরুলের পরিবার। এবার বিকৃত সুরে গাওয়া এই গানটি দাবি করে ফেসবুক, ইউটিউবসহ সব অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে অপসারণ করতে সরকারকে আইনি নোটিশ দেয়া হয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বিটিআরসির চেয়ারম্যানকে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। রোববার (১৯ নভেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের ১০ আইনজীবী এবং এক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হুমায়ন কবির ডাক ও ই-মেইলযোগে এই নোটিশ পাঠান।

মানবাধিকার সংগঠন ল... অ্যান্ড লাইফ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বায়েজীদ হোসাইন, নাঈম সরদার, ব্যারিস্টার সোলায়মান তুষার, ব্যারিস্টার মাহদি জামান, ব্যারিস্টার শেখ মঈসুল করিম, ব্যারিস্টার আহমেদ ফারজাদ, অ্যাডভোকেট শহিদুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট শাহেদ সিদ্দিকী, অ্যাডভোকেট আনাস মিয়া এবং অ্যাডভোকেট মো. বাহাউদ্দিন আল ইমরানের পক্ষে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

নোটিশে বলা হয়েছে, কবি কাজী নজরুল ইসলামের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ 'কারার ঐ লৌহ-কপাট' গানটিতে অস্কারজয়ী ভারতীয় সংগীত পরিচালক এ আর রহমান নতুনভাবে সুরারোপ করেছেন। এটি ব্যবহার করা হয়েছে পিপ্পা নামের একটি হিন্দি চলচ্চিত্রে। এ আর রহমান গানের কথা ঠিক রাখলেও সুরের পরিবর্তন করেছেন। এই গান কবি নজরুলের নিজের সুরারোপিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের সব বিপ্লব-বিদ্রোহ তথা আন্দোলন-সংগ্রামে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে 'কারার ঐ লৌহ-কপাট'।

নোটিশে আরও বলা হয়েছে, কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি বিদ্রোহী কবি নামে পরিচিত। তার কবিতা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ। নজরুলের কবিতার আসল সুর অক্ষুণ্ন রাখার দাবি জানানো হয়।

নোটিশে বলা হয়েছে, 'কারার ঐ লৌহ-কপাট' শত বছরের এক অবিনাশী অমর গান। সময়ের প্রয়োজনে লেখা হলেও গানটির লোকপ্রিয়তায় সামান্য ঘাটতি হয়নি। ব্রিটিশি বিরোধী মানসে লেখা গানটি সবধরনের অন্যায়, অবিচার ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার। ফলে এখনও সমানভাবে এটি প্রাসঙ্গিক।

এতে বলা হয়, একই গান একটি কাজী নজরুলের সুরে এবং আরেকটি বিকৃত সুরে থাকলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিভ্রান্ত হবে। নোটিশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ আর রহমানের গাওয়া 'কারার ঐ লৌহ-কপাট' গানটি অপসারণ করা না হলে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থে রিট দায়ের করে নির্দেশনা চাওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আটকের প্রতিবাদে কাজী নজরুল ইসলাম 'কারার ঐ লৌহ-কপাট' গানটি লেখেন। সেটি 'ভাঙার গান' বইয়ে প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে। প্রকাশের পরপর ১৯২৪ সালের ১১ নভেম্বর ব্রিটিশ সরকার তা নিষিদ্ধ করে। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে 'ভাঙার গান' কবিতাটি ফের প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালে কলাম্বিয়া রেকর্ড এবং ১৯৫০ সালে এইচএমভিতে গিরিন চক্রবর্তীর কণ্ঠে গানটি বাণীবদ্ধ হয়।

১৯৪৯ সালে নির্মল চৌধুরী পরিচালিত 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' সিনেমায় গিরিন চক্রবর্তী এবং তাঁর সহশিল্পীদের নিয়ে গানটি রেকর্ড করেন সংগীত পরিচালক কালীপদ সেন। এরপর ১৯৬৯-৭০ সালে জহির রায়হান তাঁর কালজয়ী চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেয়া' সিনেমায়ও গানটি ব্যবহার করেন।

টিম ইন্ডিয়ার পাশে শাহরুখ, গর্বিত অমিতাভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার মেনেছে এবারের বিশ্বকাপে অজেয় ভারতীয় টিম। ভারতকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ষষ্ঠবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এতে ভারতীয় ক্রিকেটার ও ভক্তদের মন ভেঙেছে। তবে মন খারাপের মাঝে টিম ইন্ডিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে তাদের বাহবায় ভরিয়ে দিলেন কিং খান।

১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের মাঠে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ও পুত্রকন্যা। আগাগোড়া টিম-ইন্ডিয়ার জন্য গলা ফাটিয়েছেন শাহরুখ। আর সেই স্পিরিট বজায় রাখলেন ভারত ম্যাচ হেরে যাওয়ার পরেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিলেন ইতিবাচক বার্তা।

অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ জেতার পর শাহরুখ সোশ্যাল মিডিয়ায় টিম ইন্ডিয়াকে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। তিনি লেখেন, 'ভারতীয় দল যেভাবে এই পুরো টুর্নামেন্ট খেলেছে তা সম্মানের বিষয় এবং তারা দুরন্ত মনোবল এবং ধৈর্যের নিদর্শন দেখিয়েছে। এটি একটি খেলা এবং সবসময় এর একটি বা দুটি খারাপ দিন আসে। দুর্ভাগ্যবশত আজ এটি ঘটেছে। কিন্তু টিম ইন্ডিয়াকে ধন্যবাদ ক্রিকেটে আমাদের ক্রীড়াজগতে সাফল্যের উত্তরাধিকার নিয়ে এত গর্বিত করার জন্য। সারা ভারতে এত আনন্দ উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তোমরা আমাদের গর্বিত করেছ।'

এদিন কার্যত নক্ষত্রখচিত ছিল নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম। গ্যালারি ভরে যায় নীল-তরঙ্গে। তারকা ও স্টার-কিডদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ছিলেন শানায়া কাপুর, আশা ভোঁসলে, আয়ুশমান খুরানা এবং বিবেক ওবেরয়সহ অনেকে। ছিলেন শাহরুখ পুত্র আব্রাম খান ও কন্যা সুহানা। গ্যালারি এককথায় ছিল চাঁদের হাট। শাহরুখ এবং গৌরী খানের কাছেই বসেছিলেন দীপিকা এবং রণবীর সিং। দীপিকার সঙ্গে তার বোন আনিশা এবং বাবা, ব্যাডমিন্টন তারকা প্রকাশ পাড়ুকোনো ছিলেন।

রণবীর তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ভারতীয় দলের পাশে দাঁড়িয়ে বার্তা দেন, 'কিছু উঁচু, কিছু নিচু। কিছু ভালো দিন, কিছু খারাপ দিন। কিছু জয়, কিছু হার। এটাই খেলা। এটাই জীবন। আমরা সবাই হতাশ, কিন্তু আসুন আমরা আমাদের খেলোয়াড়দের তাদের সর্বস্ব দেওয়ার জন্য সাধুবাদ জানাই।'

টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে সোশ্যালে গর্বপ্রকাশ করেন অমিতাভ বচ্চনও। তিনি লেখেন, 'আপনাদের দুর্দান্ত টিম। শুধু দেখুন, কতজন সাবেক চ্যাম্পিয়ন এবং বিজয়ীকে আপনারা এ বিশ্বকাপে দুরভিসন্ধি করেছেন। আপনারা সেরা। এবং তাই থাকবেন।'

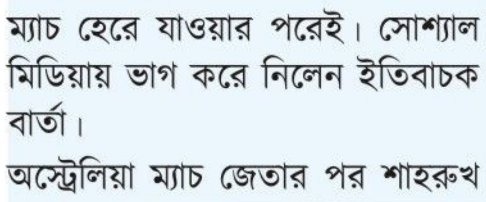

বিশ্বকাপে ভারত জিতলে নগ্ন হতে চাওয়া কে এই অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ১৯ নভেম্বর ভারতের আহমেদাবাদে বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এতে ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপের উত্তেজনা এ মুহূর্ত গোটা ভারতজুড়ে। সবাই রোববারের অপেক্ষায় রয়েছেন।

সেখানে এরই মধ্যে পৌঁছেছে টিম ইন্ডিয়া। চলছে প্রস্তুতি। এর মাঝেই টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন এক অভিনেত্রী। এবার বিশ্বকাপে ভারত জিতলে তিনি নাকি নগ্ন হয়ে দাঁড়াবেন বিশাখাপত্তনমের সমুদ্র সৈকতে।

২০১১ সালে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জেতে ভারত। সেই সময় এরকমই মন্তব্য করেন নীল সিনেমার তারকা পুনম পাণ্ডে। তিনি সেই সময় বলেছিলেন ভারত জিতলেই এমন এক কাণ্ড ঘটাবেন।

বিশ্বকাপে ভারত জিতলে নগ্ন হতে চাওয়া কে এই অভিনেত্রী ভারত সে বছর বিশ্বকাপ জেতে। তবে নিজের দেওয়া কথা রাখেননি পুনম। এবার এমনই এক চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করে রাতারাতি প্রচারের আলোয় চলে এসেছেন তেলুগু অভিনেত্রী রেখা বোজ। তিনি এমন মন্তব্য করার পর থেকে ট্রোলড হতে শুরু করেছেন।

এমন খবর জেনে নেটিজেনরা কেউ লিখেছেন, 'নোংরা মানসিকতা। এগুলো সবই প্রচারের আলোয় থাকার ফিকির।' কেউ মন্তব্য করেছেন, 'যদি আপনি এমনটা করেন, আমি আপনাকে নিয়ে পালিয়ে যাব।' কেউ আবার অভিনেত্রীর উদ্দেশে লেখেন, 'আপনি এমনটা করলে লোকে আপনার গায়ে পাথর ছুড়বে।'

ওয়ানডে বিশ্বকাপ

ফাইনালে হারের পরও দলকে নিয়ে গর্বিত রোহিত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পুরো বিশ্বকাপ আসরজুড়ে অপ্রতিরোধ্য ভারত ফাইনালে এসেই প্রথম হার দেখলো, সেটাই হলো শেষ। বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাদের কাঁদিয়ে ওয়ানডেতে ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলো অস্ট্রেলিয়া।

শুরুতে ব্যাট করতে নেমে ২৪০ রানে অলআউট হয় পুরো টুর্নামেন্টজুড়ে দুর্দান্ত ব্যাট করা ভারত। এই রান তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচটি জিতেছে ৬ উইকেট আর ৪২ বল হাতে রেখে।

ম্যাচশেষে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা অবশ্য কোনো অজুহাত দিতে রাজি হলেন না। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, দলকে নিয়ে গর্বিত।

সঞ্চালক রবি শাস্ত্রীকে রোহিত বলেন, আমরা জানি যে ভাল খেলতে পারিনি। কিন্তু প্রথম ম্যাচ থেকে যেভাবে খেলেছি তার জন্যে গর্বিত। আজ দিনটা আমাদের ছিল না। আমরা যতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি। কিন্তু যা চেয়েছিলাম তা হয়নি।

আগে ব্যাট করলে কীভাবে এই ম্যাচ জেতা যেত? রোহিতের উত্তর, ২০-৩০ রান আরও করলে হয়তো ম্যাচের ফল অন্য রকম হতো। ২৫-৩০ ওভার নাগাদ যখন কোহলি-রাহুল ব্যাট করছিল তখন ভেবেছিলাম লম্বা জুটি তৈরি হতে চলেছে। তাদের বলেছিলাম যতদূর সম্ভব ব্যাটিং চালিয়ে যেতে। সেই মুহূর্তে ২৭৫-২৮০ রান উঠে যাবে ভেবেছিলাম। তার পরে একের পর এক উইকেট হারাতে থাকি। লম্বা জুটি হচ্ছিল না। অস্ট্রেলিয়া ঠিক সেটাই করল। তারা লম্বা জুটি তৈরি করে ম্যাচটা জিতে নিল।

ইউরো বাছাই ফুটবল

চার গোলে লুকাকুর রেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইয়ে দারুণ এক কীর্তি গড়েছেন বেলজিয়ামের স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকু। রোববার রাতে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আজারবাইজানের বিপক্ষে একাই চার গোল করেছেন। তার দল জয় পেয়েছে ৫-০ গোলে।

এ জয়ের ফলে বেলজিয়াম 'এফ' গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছেছে। আট ম্যাচ থেকে তাদের পয়েন্ট ২০। আট ম্যাচের ছয়টিতে জয় এবং দুই ম্যাচে ড্র করেছে দলটি। এই ম্যাচে জয়ের ফলে বেলজিয়ামের কোচ ডোমেনিকো টেডেস্কোর অপরাজিত থাকার কীর্তিটি অক্ষত থাকলো। দায়িত্ব নেওয়ার পর তার অধীনে বেলজিয়াম এ পর্যন্ত ১০ ম্যাচেই অপরাজিত। আট জয়, দুই ড্র।

অসাধারণ খেলা উপহার দিয়েছেন লুকাকু। মাত্র ২০ মিনিটের ব্যবধানে এই চার গোল করেন তিনি। প্রথম গোল ১৭ মিনিটে, আর শেষ গোল ৩৭ মিনিটে। মাঝে ২৬ ও ৩০ মিনিটেও গোল করেছেন। এই গোলের সুবাদে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাই পর্বে আট ম্যাচ থেকে তার গোলের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৪। বাছাই পর্বের এক আসরে এর আগে কেউ এত গোল করতে পারেনি। এর আগে সর্বোচ্চ গোল ছিল ১৩। নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ডেভিড হিলি এবং পোল্যান্ডের রবার্ট লেভাডোভস্কি ১৩ গোল করেছিলেন।

স্বাগিতক দল শুরু থেকেই আজারবাইজানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ফলে একের পর এক গোল পেতে থাকে। ৩৭ মিনিটের মধ্যে তারা ৪-০ গোলে এগিয়ে যায়। চারটি গোলই করেন লুকাকু। গোল সংখ্যা হয়তো আরো বাড়াতে পারতেন লুকাকু। কিন্তু বিরতির আগেই তিনি মাঠ ছেড়ে যান। এ ম্যাচে লুকাকু আন্তর্জাতিক ম্যাচে তার গোল সংখ্যা ৮৩তে উন্নীত করেছেন। ১১৩ ম্যাচে এ গোল করেছেন তিনি। বেলজিয়ামের হয়ে পঞ্চম গোলটি করেন লিন্দ্রো ট্রোসাড।

লুকাকুর এমন পারফরম্যান্সে আজারবাইজানের কম অবদান নয়। লুকাকুকে নিষ্ক্রিয় রাখতে আজারবাইজানের ইডি ইসরাফিলভ মারাত্মক সব ফাউল করে ২০ মিনিটের সময় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড পেয়ে মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হন।

এ ম্যাচের শুরুতে মাঠের উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে যান। কেননা আজারবাইজানের স্থলে সুইডেনের জাতীয় সঙ্গীত বাজতে শুরু করেছিল। এ ঘটনায় সফরকারী দল যেমন বিব্রত হয়েছে তেমনি স্বাগতিক দলের কর্মকর্তারাও।

বিশ্বকাপে কে কোন পুরস্কার জিতলেন?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার শিরোপা জয়ের মধ্য দিয়ে পর্দা নামলো ওয়ানডে বিশ্বকাপ-২০২৩ এর। রবিবার রাতে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ভারতকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ষষ্ঠ শিরোপা জিতে নেয় অজিরা। যদিও বিশ্বকাপে টানা ১০ ম্যাচে অনেকটা অপ্রতিরোধ্য থেকে ফাইনাল খেলতে নেমেছিল রোহিত শর্মা ও তার দল। কিন্তু এখানেই তাদের তরী ডুবেছে।

বিশ্বকাপ ফাইনালে ম্যাচসেরা হন সেঞ্চুরিয়ান ট্রাভিস হেড। সিরিজ সেরা হন দুর্দান্ত খেলে রেকর্ড ৭৬৫ রান করা বিরাট কোহলি।

এক নজরে চলুন দেখে নেওয়া যাক কে কোন পুরস্কার জিতেছেন।

চ্যাম্পিয়ন: অস্ট্রেলিয়া (ট্রফি ও ৪ মিলিয়ন ডলার)

রানার্স-আপ: ভারত (ট্রফি ও ২ মিলিয়ন ডলার)

ফাইনালে ম্যাচসেরা: ত্রাভিস হেড (১৩৭ রান ও ১ ক্যাচ)

টুর্নামেন্ট সেরা: বিরাট কোহলি (৭৬৫ রান, ১ উইকেট ও ৫ ক্যাচ)

সবচেয়ে বেশি রান: কোহলি (১১ ইনিংসে ৭৬৫)

সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর: গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (অপরাজিত ২০১)

সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি: কুইন্টন ডি কক (৪টি)

সবচেয়ে বেশি ফিফটি: বিরাট কোহলি (৬টি)

সবচেয়ে বেশি উইকেট: মোহাম্মদ শামি (৭ ইনিংসে ২৪ উইকেট)

সেরা বোলিং ফিগার: মোহাম্মদ শামি (৭/৫৭, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে)

সবচেয়ে বেশি ছক্কা: রোহিত শর্মা (৩১টি)

সবচেয়ে বেশি ক্যাচ: ড্যারিল মিচেল (১১টি)

সবচেয়ে বেশি ডিসমিসাল: কুইন্টন ডি কক (২০টি)

সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট: গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (১৫০.৩৭)

হারের পর যা বললেন ভারতীয় কোচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে টানা ১০ ম্যাচ জেতা ভারত ব্যাটিং-বোলিং সবক্ষেত্রেই পারফরম্যান্স দেখিয়েছে সমানতালে। কিন্তু ফাইনালে সেই ভারতকে দেখা যায়নি চেনা রূপে। সেমিফাইনালে যেই ভারত ৪০০ রানের কাছাকাছি করেছিল, সেই দল ফাইনালে ২৪০ রানেই অলআউট।

দ্রুত উইকেট হারানোয় অনেক সময়ই ভারতের খেলা স্লো হয়ে গেছে। ১০৭ বল খেলে ৬৬ রান করে আউট হন লোকেশ রাহুল। কোহলি ৫৩ রান করতে খেলেছেন ৬৪ বল এবং সূর্যকুমার ২৮ বলে ১৮ রান করেছেন।

ফাইনালের পর প্রশ্ন ছিল ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের কাছে, তারা কি একটু ভয় পেয়ে খেলেন?

উত্তরে দ্রাবিড় বলেন, আমি এটা বিশ্বাস করি না যে এই টুর্নামেন্টে ভয় নিয়ে খেলেছি। এই ফাইনাল ম্যাচেও ১০ ওভারে ৮০ রান ছিল আমাদের। এরপর আমরা উইকেট হারিয়েছি। যখন আপনি উইকেট হারাবেন, আপনার কৌশল ও টেকটিকস বদলাতে হবে। আমরা এই টুর্নামেন্টে ওটাই করেছি।

ফাইনালে নামার আগে অনেকটাই ফেভারিট ছিল ভারত। এই বিশ্বকাপে আগের ১০ ম্যাচের একটিতেও হারেনি তারা। কোনো দল সেভাবে ম্যাচ ক্লোজও করতে পারেননি। একদম ফাইনালে এসে ম্যাচ হেরে যাওয়ার ধাক্কাটা কেমন?

রাহুল বলেন, আমরা ফেভারিট ছিলাম কারণ আমরা ভালো খেলেছি কিন্তু আপনাকে এটাও মানতে হবে অস্ট্রেলিয়া খুব ভালো দল। তারাও ফাইনাল খেলতে এসেছিল টানা আট ম্যাচ জিতে। আমাদের এ নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না কঠিন ম্যাচ হবে। এমনিতে আমাদের আত্মবিশ্বাস ছিল যদি ভালো খেলি তাহলে সঠিক ফলটা পাবো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, নির্দিষ্ট দিনে তারা আমাদের চেয়ে ভালো খেলেছে।

বিশ্বকাপ ফাইনাল :

যে ৫ কারণে ফাইনালে হারলো ভারত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের স্বপ্ন শেষ। ১২ বছর পর দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জেতা হলো না ভারতের। অস্ট্রেলিয়ার কাছে কার্যত একপেশে ম্যাচে হারতে হলো ৬ উইকেটে। নেওয়া হলো না ২০ বছর আগে হারের বদলাও। ফাইনালে কেন অস্ট্রেলিয়া অপ্রতিরোধ্য, সেটা বোঝা গেল আর এক বার। অস্ট্রেলিয়ার দাপট তো বটেই, হারের পিছনে ভারতের ভূমিকাও কম নয়। হারের এমন পাঁচটি কারণ তুলে ধরা হলো:

১) টসে হার- আমদাবাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল টস। অনেক বাঘা বাঘা ক্রিকেট বিশেষজ্ঞেরা বলেছিলেন, টসে জিতে চোখ বন্ধ করে ব্যাট করা উচিত ছিল। রোহিত টসে হারলেন বটে, কিন্তু বিপক্ষ অধিনায়ক প্যাট কামিন্স বোলিং নেওয়ায় স্টেডিয়ামের এক লাখ দর্শক চিৎকার করে উঠেছিল। দিনের শেষে দেখা গেল, কামিন্স নির্ভুল। ভারত ব্যাট করার সময় পিচ প্রচণ্ড মন্থর এবং শুকনো ছিল। ফলে বল দেরিতে ব্যাটে আসছিল। রান করা সহজ হচ্ছিল না। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের সময় পরিস্থিতি পুরোপুরি পাল্টে গেল। সন্ধ্যা ৭টা গড়াতেই শিশির পড়তে শুরু করল। ভারতের জন্য পরিবেশ আরও খারাপ হয়ে গেল। ম্যাচও বেরিয়ে গেল ওখানেই। দিনের শেষে তাই নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে নায়ক কামিন্সই।

২) ব্যাটিংয়ে কোনও 'প্ল্যান বি' না থাকা। সেমিফাইনাল এবং ভারতের অন্যান্য ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সময় একটা দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল। ক্রিজে দুই ওপেনার থাকার সময় একজন ধরে খেলছিলেন, আর একজন আক্রমণ করছিলেন। কেউ আউট হলে নতুন যিনি নামছিলেন তিনি ধরে খেলছিলেন, অপরজন মারছিলেন। কিন্তু ফাইনালে ভারতের ব্যাটিংয়ে কোনও দ্বিতীয় পরিকল্পনা চোখে পড়েনি। কোহলি এবং রাহুলের জুটি বাদে কেউ বুদ্ধি কাজে লাগাতে পারেননি।

৩) লোয়ার মিডল অর্ডার ব্যর্থ। ফাইনালেই সবচেয়ে বড় পরীক্ষার মুখে বসেছিল লোয়ার মিডল অর্ডার। অর্থাৎ রবীন্দ্র জাদেজা এবং সূর্য কুমার যাদবের ব্যাট। ম্যাচের আগে এই বিষয়টিকে ঘাটতি হিসাবে ধরা হয়েছিল। সেটা ঘাটতিই থেকে গেল। জাদেজা মোটে ৯ রান করলেন। সূর্য মাত্র ১৮। দ্বিতীয়জন কী যে ব্যাট করলেন কিছু বোঝাই গেল না। ৪) প্রচুর অতিরিক্ত রান দেওয়া। অস্ট্রেলিয়া ফিল্ডিংয়ে খুব কম করে হলেও ৪০-৪৫ রান বাঁচিয়েছে। অসাধারণ ফিল্ডিং করেছে তারা। অতিরিক্ত রান দিয়েছে মোটে ১২। সেখানে ভারতের ফিল্ডারেরা যথেষ্ট রান খরচ করে ফেললেন। ৫) প্রথম ৭ ওভারের পর ভারতের বোলিংয়ের ধার কমে যাওয়া। প্রথম বলেই ক্যাচের সুযোগ দিয়েছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। কাজে লাগাতে পারেনি ভারত। পরের দিকে ওয়ার্নার, মিচেল মার্শ এবং স্টিভ স্মিথ ফিরে যান। সাত ওভার এবং ৪৭ রানের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ৩টি উইকেট ফেলে দেওয়ার পর উইকেটের স্বাদ পেয়ে যাওয়া উচিত ছিল ভারতীয় বোলারদের। কিন্তু এর পরেই ভারতীয় বোলারদের ধার কমে গেল। কাউকে এনেই সাফল্য পাওয়া যাচ্ছিল না। এজন্য পরিস্থিতি দায়ি। পিচ থেকে এক ফোঁটা সাহায্য পায়নি ভারত।

দুই টেস্ট খেলতে

কাল ঢাকা আসছে কিউইরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সিরিজ খেলতে কাল রাতে বাংলাদেশে আসছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম ও মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে দুই টেস্টের সিরিজ খেলবে তারা। বিশ্বকাপ শেষ করে নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারদের একাংশ দেশে ফিরে গেছেন। কেন উইলিয়ামসনরা দুবাইতে ছুটি কাটাচ্ছেন। টেস্ট দলের বাকি সদস্যরা সেখানে যোগ দিলে পুরো দল একসঙ্গে ঢাকায় পৌঁছাবে। সিলেট থেকে সফর শুরু হওয়ায় ঢাকা পা রাখার পরদিন ম্যাচ ভেন্যুতে যাবে কিউইরা। বাংলাদেশ দলের অনুশীলন রাখা হয়েছে ২৩ নভেম্বর থেকে। এটি ২০২৩-২৫ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সাইকেলের প্রথম সিরিজ বাংলাদেশের।

আইসিসির সেরা একাদশে

চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার ২ জন, ভারতের ৬

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ইতিহাসের অন্যতম সেরা বিশ্বকাপ দেখে ফেললো ক্রিকেটবিশ্ব। জমজমাট ফাইনালে ভারতকে কাঁদিয়ে ষষ্ঠবারের মতো শিরোপা জিতলো অস্ট্রেলিয়া। আসর শেষে বিশ্বকাপের সেরা পারফরমারদের নিয়ে একাদশ ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

একাদশে বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেটার জায়গা পাননি। অপরদিকে ফাইনালে হেরে যাওয়া ভারতের ৬ ক্রিকেটার দলে জায়গা করে নিয়েছেন। কিন্তু শিরোপা জেতা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছেন কেবল দুজন।

এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কুইন্টন ডি কক, নিউজিল্যান্ড থেকে ড্যারেল মিচেল ও শ্রীলঙ্কার দিলশান মাদুশঙ্কা দলে জায়গা পেয়েছেন।

ভারতীয়দের মধ্যে যাদের নাম তালিকায় রয়েছে, তারা হলেন- রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল, রবীন্দ্র জাদেজা, জাসপ্রিত বুমরাহ ও মোহাম্মদ শামি।

সেরা একাদশে রোহিতকে অধিনায়ক ঘোষণা করেছে আইসিসি। এবারের বিশ্বকাপে রোহিত ৫৪.২৭ গড়ে ৫৯৭ রান করেছেন। কুইন্টন ডি কককে উইকেটরক্ষক করা হয়েছে।

তালিকায় থাকা কোহলি আসরের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছেন। বিশ্বকাপে মোট ১১ ম্যাচ খেলে ৯৫.৬২ গড়ে ৭৬৫ রান করেছেন এই ডানহাতি ব্যাটার।

ড্যারেল মিচেল এই বিশ্বকাপে ৫৫২ রান করেছেন। সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের প্রতিযোগিতায় তিনি পঞ্চম স্থানে রয়েছেন। একাদশে কিউই ব্যাটারের পরে থাকা লোকেশ রাহুল করেছেন ৭৫.৩৩ গড়ে ৪৫২ রান।

তালিকার ষষ্ঠস্থানে থাকা গ্লেন ম্যাক্সওয়েল আফগানিস্তানের বিপক্ষে অপরাজিত ২০১ রানের এক দুর্দান্ত ইনিংস খেলে দলে জায়গা করে নিয়েছেন। এই অসি অলরাউন্ডার ৪০০ রানের সাথে ৬টি উইকেট শিকার করেছেন।

একাদশে থাকা রবীন্দ্র জাদেজা ১৬টি উইকেটের সাথে ১২০ রান করেছেন। জাসপ্রিত বুমরাহ ১৮.৬৫ গড়ে শিকার করেছেন ২০ উইকেট। এছাড়া লঙ্কান পেসার দিলশান মাদুশঙ্কা ২৫ গড়ে ২১ উইকেট তুলে নিয়েছেন।

একাদশের ১০ নম্বরে থাকা অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা ২৩টি উইকেট নিয়েছেন। সবশেষ ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ শামি ২৪ উইকেট শিকার করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির পুরস্কার জিতেছেন।

এছাড়া স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার জেরাল্ট কোয়েৎজিকে। বিশ্বকাপে ডানহাতি এই প্রোটিয়া পেসার ২০ উইকেট শিকার করেছেন।

আইসিসির বিশ্বকাপসেরা একাদশ

১. কুইনটন ডি কক (উইকেটরক্ষক), দক্ষিণ আফ্রিকা
২. রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), ভারত
৩. বিরাট কোহলি, ভারত
৪. ড্যারেল মিচেল, নিউজিল্যান্ড
৫. লোকেশ রাহুল, ভারত
৬. গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, অস্ট্রেলিয়া
৭. রবীন্দ্র জাদেজা, ভারত
৮. জাসপ্রিত বুমরাহ, ভারত
৯. দিলশান মাদুশঙ্কা, শ্রীলঙ্কা
১০. অ্যাডাম জাম্পা, অস্ট্রেলিয়া
১১. মোহাম্মদ শামি, ভারত

দ্বাদশ সদস্য: জেরাল্ড কোয়েৎজি, দক্ষিণ আফ্রিকা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR